নিউ টকীজের নিবেদন-
NEW TALKIES LIMITED
মনি
মজুমদার
26-2-43

নিউ টকিজের চিত্র নিবেদন

অভিসার

সংগঠনকারীগণ

প্রযোজনা	কে, তুল্‌সান
কাহিনী ও পরিচালনা	হেমন্ত গুপ্ত
প্রধান কর্ম্মসচীব	অমিয়মাধব সেনগুপ্ত
আলোক চিত্র	শচীন দাসগুপ্ত ও দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দানুলেখন	মান্না লাডিয়া ও যতীন দত্ত
গীত রচনা	মণিমালা দেবী
সুর-সংযোজনা	হিমাংশু দত্ত (সুর সাগর)
চিত্র-পরিস্ফুটন	জগৎ রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টো
সম্পাদনা	সুকুমার মুখার্জ্জি ও সুধীন্দ্র পাল
ব্যবস্থাপনা	নিত্যানন্দ গুপ্ত
কারুশিল্পী	মণিলাল ও শ্রীবাস্তব
রূপসজ্জা	পঞ্চানন দাস ও কালিদাস দাশ

সহকারীগণ

পরিচালনায়ঃ সরোজ ঘোষ, হীরেন রায়, শৈলেন বোস ও দেবী রায় চৌধুরী

আলোক চিত্রেঃ বিশু চক্রবর্ত্তী

শব্দ-নিয়ন্ত্রণেঃ সুনীল ঘোষ

সুর-সংযোজনায়ঃ সুজিৎ নাথ

ব্যবস্থাপনায়ঃ গোরা গুপ্ত

সম্পাদনায়ঃ সুবোধ কর্ম্মকার

কালী ফিল্মস্ ও শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে গৃহীত

ভূমিকা-লিপি

শ্রীপর্ণা	পদ্মা দেবী
গৌতম	জহর গাঙ্গুলী
রমা	জ্যোৎস্না গুপ্তা
ধরনী	অহীন্দ্র চৌধুরী
শ্রীমতী	পূর্ণিমা
মহাশ্বেতা	রাজলক্ষ্মী (বড়)
নিরূপম	জীবেন বোস
বেচারাম	জীবন গাঙ্গুলী
কেনারাম	ইন্দু মুখার্জ্জি
ঘোষাল	ফণি রায়
রমনীমোহন	বিভূতি গাঙ্গুলী
ক্যাবলা	অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি
ভট্‌চাজ্‌	রাধাচরণ ভট্‌চাজ
ভজহরি	কুমার মিত্র
ডাক্তার	নৃপেন চক্রবর্ত্তী
রেকর্ড এজেন্ট	আশু বোস
ডাঃ গুহ	কালি গুহ
নায়েব	শৈলেন বোস
হলধর	গোরা গুপ্ত
মোড়ল	নিত্যানন্দ গুপ্ত

জয়নারাণ, ইন্দ্রাণী রায়, শতদল, বিভূতি, কেনারাম, পিনাকী প্রভৃতি।

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড,

রূপবাণী বিল্ডিং :: ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, :: ফোন বি, বি, ১১৩

কাহিনী

বৈশাখী-পূর্ণিমা—ভগবান গৌতমের জন্মদিনে জন্ম ব'লেই জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন গৌতম। ভগবান গৌতমের জন্ম বৈশাখী-পূর্ণিমায়, বিবাহও পূর্ণিমায়, মৃত্যুও ঘটে পূর্ণিমায়। গৌতম নামের সঙ্গে মিল থাকলেও জীবন-ধারার সঙ্গে কোথাও মিল দেখা গেল না একটুও। গৌতম মুখার্জ্জি ছিল উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু শিল্পী, সত্যিকার শিল্পী।

গতিশীলতাই গৌতমের জীবন। জীবনের পথে থেমে যাওয়াকেই সে মনে করে মৃত্যু। সংসারকে সে দেখে অন্য এক দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে। কত তরুণ-জীবনের স্বপ্ন, উচ্চাশাকে সে ধুলির প্রাসাদের মত ভেঙ্গে পড়তে দেখেছে। নারীকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে কতো জীবনকে দেখেছে সে গতিশীলতা হারিয়ে নিশ্চল হ'য়ে থেমে যেতে। তাই, তার সাধনা এমন একটী নারী—যে জীবনে এনে দেবে নূতন প্রেরণা, যা'কে জীবনের সাথী ক'রে সে এগিয়ে চল্‌তে পারবে। যে তার জীবনে জাগাবে 'সুর' আর যে তা'র শিল্পসৃষ্টিতে জাগাবে সাড়া। গৌতম জানে, এমন একটী নারী সহজলভ্য নয়। সংসার হাত্‌ড়ে তাকে খুঁজে বের্‌ করতে হয়। তাই, সেই নারীকে অর্জ্জন করতে সে নারীকে বর্জ্জন করতে পারল না। কিন্তু, যাদের মাঝে সেই নারীকে সে খুঁজতে গেল, তাদের কাছে পেল শুধু ক্ষতি আর ক্ষত। আর সেই ক্ষতের আঘাত ভুল্‌তেই সে ধরল মদ। বার বার আশাহত হ'য়েও সে দম্‌ল না একটুও। উদ্দামতা বেড়ে উঠল তার।

অবশেষে একদিন সন্ধান পেল তার আরাধ্যা দেবীর। সে গৌতমের পিতৃবন্ধু ধরণীবাবুর কন্যা শ্রীপর্ণা। জীবনের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত গৌতম অসহায়ের মত আত্মসমর্পন করলে শ্রীপর্ণার হাতে। অশান্ত ঝড়ের পরে পৃথিবীর মত সে শান্ত হ'ল।

ধরণীবাবু ও তাঁর স্ত্রী মহাশ্বেতা দেবী দুজনের বিবাহের দিন স্থির ক'রে ফেল্‌লেন। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কথা কাটাকাটির মধ্যে গৌতম ও শ্রীপর্ণার মধ্যে মনোমালিন্য ঘট্‌ল। অভিমানক্ষুব্ধ ও আহত গৌতম সেই রাত্রেই কলিকাতা ছেড়ে চ'লে গেল তা'র জমিদারী স্বর্ণপুরে, শিকারের অছিলায়।

পরদিন বৈশাখী পূর্ণিমা—গৌতমের জন্মদিন। সকালে উঠেই শ্রীপর্ণা গৌতমকে "many happy return's" জানাবার জন্যে ফোন ক'রে শুনলে গৌতম পুর্ব্বরাত্রেই গেছে স্বর্ণপুরে—তার জমিদারীতে। সামান্য ব্যাপার এমন হ'য়ে উঠবে শ্রীপর্ণা ভাব্‌তেও পারে নি। তাই, সে ব্যথা পেল।

ধরণীবাবু আর মহাশ্বেতা যখন দুজনের মিলন-সেতু রচনার স্বপ্নে অভিভূত, তখন দুজনের মাঝে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌ছে বিরোধের প্রাচীর।

একটা ভুল-বোঝাবুঝির মধ্যে পড়ে স্বর্ণপুরে গৌতম উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল। শ্রীপর্ণাকে পেয়ে সে সব আঘাত ভুলেছিল। আজ সেই শ্রীপর্ণার কাছে আঘাত পেয়ে ব্যথা ভুলতে তাকে ফিরে যেতে হ'ল পুর্ব্বেকার জীবনের সব-ভোলাবার ওষুধ—মদের নেশায়। সারাদিন সে প্রচুর মদ খেলে হঠাৎ সন্ধ্যায় মনে হ'ল তার, শ্রীপর্ণার সঙ্গে বোঝাপড়া করা উচিত। সেই প্রমত্ত অবস্থাতেই সে ছুট্‌ল কলিকাতায়। মোটরে মদের নেশায় অজ্ঞান গৌতম, ব'সে থাকার সামর্থ্যটুকুও নেই তা'র। ক্ষিপ্ত দানবের মত মোটরখানা ছুটছে। হঠাৎ ড্রাইভারকে থামাতে হ'ল, গৌতমের জমিদারীর প্রান্তভাগে গরীব ব্রাহ্মণ ঘোষালের বাড়ীর সামনে এক বিরাট জনতা দেখে। গাড়ির ঝাঁকানিতে গৌতমের ঘোর কাট্‌ল। গৌতম শুনলে, ঘোষালের তরুণী কন্যা রমার সঙ্গে গ্রামের বৃদ্ধ মহাজন রমণীমোহনের বিবাহ প্রসঙ্গে কি গোলমাল বেধেছে। কর্ত্তব্যবোধ প্রবল হয়ে উঠল তা'র। প্রমত্ত অবস্থাতে টল্‌তে টল্‌তে সে উপস্থিত হ'ল বিবাহ-মণ্ডপে শীকারের বন্দুকটা হাতে নিয়ে।

বিবাহ-মণ্ডপে তখন দক্ষ-যজ্ঞ সুরু হ'য়েছে। দেনার দায়ে অনন্যোপায় হ'য়ে ঘোষাল একটি মেয়েকে বলি দিয়ে বাকি সংসারটাকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, সম্প্রদানের আগে কন্যা রমার চোখে জল দেখে তিনি আর পারলেন না। সপরিবারে পথে বসা নিশ্চিত জেনেও তিনি বৃদ্ধ

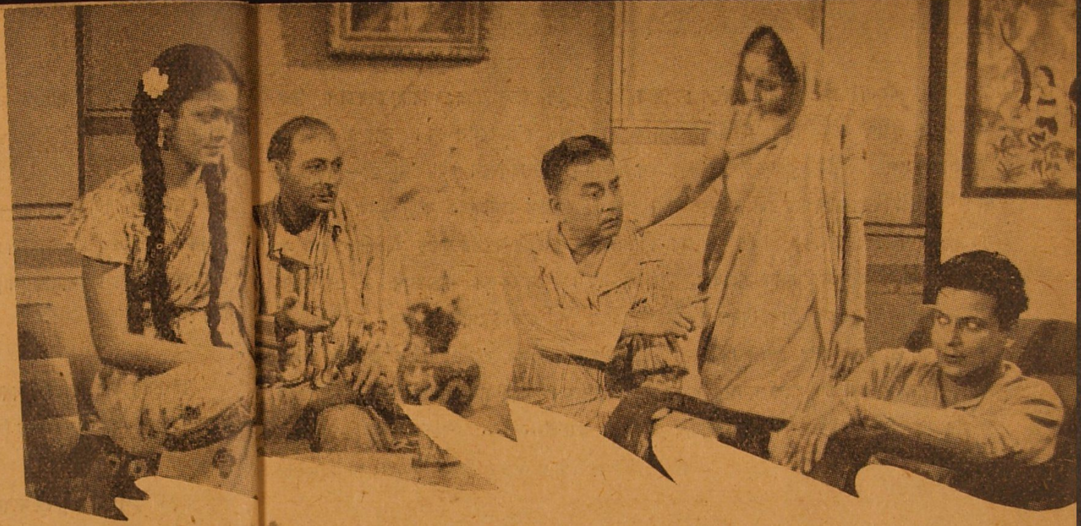

মহাজন বর রমনীমোহনকে জানিয়ে দিলেন, তাঁর সঙ্গে রমার বিবাহ তিনি দেবেন না। ফলে কুরুক্ষেত্র। প্রাতঃস্মরণীয় ইন্দ্রনারায়ণ মুখুজ্যের একমাত্র সন্তান গ্রামের জমিদার গৌতমকে বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় বন্দুক হাতে দেখে সবাই তটস্থ। গৌতম বন্দুক দেখিয়ে বিবাহ সমাধার চেষ্টা করতে গিয়ে সব শুনল, বৃদ্ধ মহাজন বরকে তাড়ালে। সেই রাত্রে কন্যাকে পাত্রস্থা করবার জন্যে যত টাকা খরচ—দিতে স্বীকৃত হ'ল। কিন্তু, সবাই জানালে মহাজন রমণী মোহনকে চটিয়ে আশে-পাশের গাঁয়ের কেউই এমন কাজ করবে না। মদের ঝোঁকে, কি করবে না করবে না বুঝেই আর অনেকটা উত্তেজনা বশে গৌতম নিজেই রমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে বসল। দরিদ্র ঘোষাল অকুল সাগরে যেন কূল পেলেন। একে সেই রাত্রে কন্যার বিবাহ না হ'লে কন্যা লগ্ন ভ্রষ্টা হয় তার ওপর পাত্র প্রাতঃস্মরণীয় ইন্দ্রনারায়ণ মুখুজ্যের একমাত্র সন্তান, নৈকষ্য কুলীন, গ্রামের জমিদার। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের জয়টিকায় গৌতমের অন্য সব ত্রুটিই মুছে গেল।

সম্পূর্ণ প্রমত্ত, অজ্ঞান অবস্থায় গৌতম রমাকে বিবাহ ক'রে বসল, বৈশাখী-পূর্ণিমায়—তার নিজের জন্মদিনে। সম্প্রদানের পরে দেখা গেল, প্রমত্ত গৌতম বরাসনেই দেহভার এলিয়ে দিয়েছেন। বাসরে যাবার সময়ে ঝোঁকের বশে 'ড্রাইভার' 'ড্রাইভার' ক'রে ছুটল গাড়ির দিকে। গাঁটছড়া বাঁধা রমাকেও ছুটতে হ'ল। গৌতম মোটরে চড়বেই। অগত্যা ঘোষাল কেবল রমাকে সঙ্গে দিয়ে বর-কন্যাকে বিবাহ রাত্রেই বিদায় দিলেন।

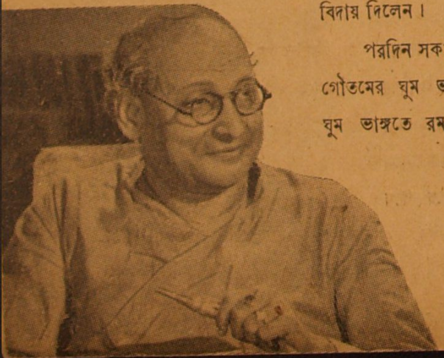

পরদিন সকালে নিজের ফ্ল্যাটের শোবার ঘরের একটি সোফায় গৌতমের ঘুম ভাঙ্গল পাশের ঘরে ধরণী বাবুর চীৎকারে। ঘুম ভাঙ্গতে রমাকে দেখেই সে আশ্চর্য্য হ'ল। রাত্রের ঘটনা নেশা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতির অতল তলে মিলিয়ে গেছে। রাত্রে ফ্ল্যাটে তরুণীর আবির্ভাবও এই নূতন নয়। আর তা ছাড়া কৌতূহল নিবৃত্তির অবসরও নেই; কারণ, পাশের ঘরে তখন ধরণীবাবু ও শ্রীপর্ণা হাজির এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে ফোন করবার জন্যে এ ঘরে এসে পড়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং গৌতমকে পাশের ঘরেই যেতে হ'ল। ধরণীবাবু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভোরবেলা হাজির হবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই দিনই বিবাহ ব্যাপারে পাকা কথা নেওয়া। অথচ, এই পাকাপাকি এতবার হ'য়ে গেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। মোট কথা, অভ্যাস অনুযায়ী একটু হৈ হৈ করা এবং পণ্ডিত মশায় যে বলেছেন, সেইদিন হ'তে তাঁর লগ্নে বৃহস্পতি এসেছেন, সে কথাটা কার্য্যসিদ্ধি ক'রে প্রমাণ করা।

গতরাত্রের বিবাহের কথা ভুলেই গৌতম পরের মাসের ২৭শে বিবাহের মত দিলে। সকন্যা ধরনীবাবু হৈ হৈ করে ছুটলেন নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাবার ব্যবস্থা করতে। এতো আর সত্যনারায়ণের সিন্নী নয়, বিয়ে ব'লে কথা।

পাশের ঘরে ফিরে হঠাৎ গৌতম চমকে উঠল রমার নব-বধুর সাজ লক্ষ্য ক'রে। তারপর রমার সঙ্গে কথায় কথায় গতরাত্রের সব ঘটনাই তার একে একে মনে পড়ল। গৌতম রমাকে বোঝাতে গেল, অজ্ঞানে, অচৈতন্য অবস্থায় এ বিবাহ কিছুই নয়। একটা মাতলামিকে স্বীকার করে তাদের দুজনের জীবন ব্যর্থ ক'রে দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ সে নিজে শ্রীপর্ণাকে ভালবাসে এবং পরের মাসেই তাদের বিয়ে। সে মুক্তি চাইল রমার কাছে। বিনিময়ে রমাকেও মুক্তি দিতে চাইলে। অজ্ঞান অবস্থায় রমাকে বিবাহ করে যে অন্যায় তার ওপর ক'রেছে, তার জন্যে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে রমাকে কোনও উদার মতাবলম্বী পাত্রের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করল। কিন্তু, বাঙলার

মেয়ে রমা, একবার যা'কে স্বামী ব'লে জেনেছে, তাকেই সে জানে ত'ার আরাধ্য দেবতা। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এসে পড়ল শ্রীপর্ণা। রমাকে দেখে স্তব্ধ হ'য়ে গেল সে। তারপর শ্লেষভরে জিজ্ঞেস করলে, 'এইটিই বুঝি তোমার কালকের শীকার ?' উত্তর দিলে রমা, 'না, স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী।' শ্রীপর্ণা নির্ব্বাক বিস্ময়ে রমাকে দেখে চলে গেল। গৌতম ধরনীবাবুর বাড়ী ছুটল শ্রীপর্ণাকে সব ঘটনা ব'লে বোঝাতে। কিন্তু, নিজের প্রেমের জন্যে নিজের স্বার্থের জন্যে শ্রীপর্ণা পারল না ওদের বিবাহিত জীবনের মাঝে ব্যবধান হ'য়ে দাঁড়াতে। সে কর্‌ল আত্মত্যাগ। গৌতমকে সে জানিয়ে দিল, তাকে সে কোনও দিনই ভালবাসে নি, এ সবই গৌতমের ভুল ; যদিও এই কথাটা বল্‌তে হৃদয় তার ভেঙ্গে যাচ্ছিল। যাবার সময় গৌতম ধরনী বাবুকে জানিয়ে গেল, শ্রীপর্ণাকে বিবাহ করা তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ সে বিবাহিত। ধরনীবাবু ভেঙ্গে পড়লেন ; "লগ্নে আমার বৃহস্পতিই বটেরে পর্ণা, লগ্নে আমার বৃহস্পতিই বটে।"........

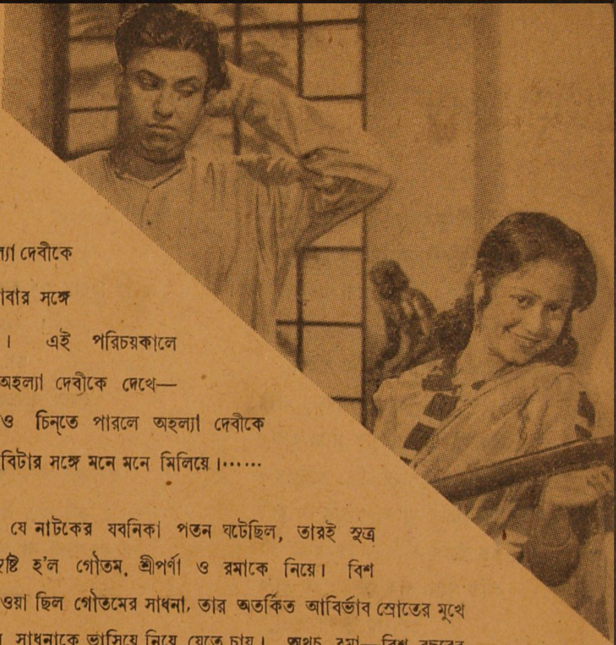

শ্রীমতী প্রতি সন্ধ্যায় গান শিখতে যায় অহল্যা দেবীর কাছে। সেদিন সে অহল্যা দেবীকে সঙ্গে এনেছে মা ও বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। এই পরিচয়কালে গৌতম চমকে উঠল অহল্যা দেবীকে দেখে— অহল্যা দেবীও ! রমাও চিন্‌তে পারলে অহল্যা দেবীকে স্বামীর আঁকা শ্রীপর্ণার ছবিটার সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে।......

বিশ বছর পূর্ব্বে যে নাটকের যবনিকা পতন ঘটেছিল, তারই সূত্র ধ'রে নূতন নাটকের সৃষ্টি হ'ল গৌতম, শ্রীপর্ণা ও রমাকে নিয়ে। বিশ বছর ধরে যা'কে ভুলে যাওয়া ছিল গৌতমের সাধনা, তার অতর্কিত আবির্ভাব স্রোতের মুখে কুটোর মত তা'র সকল সাধনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ, রমা—বিশ বছরের একনিষ্ঠায় তপস্বিনী রমা !.........

বিশ বছর পরের কথা।.......

কলিকাতার কাছাকাছি কোন এক ছোট সহরে গৌতম একখানি বাড়ি ক'রেছে, নাম দিয়েছে তার "পর্ণ-কুটির"। ছোট্ট সংসার তা'র রমা আর কন্যা শ্রীমতীকে নিয়ে। নিরূপম বলে একটি ছেলের সঙ্গে শ্রীমতীর বিবাহ প্রায় স্থির। রমা থাকে সংসার নিয়ে, আর গৌতম থাকে তার ছবি-আঁকার ছোট্ট ষ্টুডিওতে। রমাকে গৌতম ভাল-বাসতে পারে নি, তাই তার বিনিময়ে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ দিয়ে সেই অভাব পূর্ণ করতে চায়। রমা বোঝে সবই। তাকে ভাল বাসবার জন্যে তা'র স্বামীর কাতরতা অন্তর দিয়ে সে বুঝতে পারে। তার তাই স্বামীর ওপর সমব্যথা ও মমতার নেই। নিজের ব্যথা ভুলেও সে স্বামীর ব্যথায় ব্যথিতা হ'য়ে ওঠে।

বিশ বছর পরে আবার এল বৈশাখী পুর্ণিমা—গৌতমের জন্মদিন, বিশ বছরের বিবাহ-বার্ষিকী ! কিন্তু, সেদিন—জন্মদিনের নৃত্য-গীত আনন্দোৎসবে......আকাশে উছল হ'য়ে উঠল পুর্ণিমার চাঁদ......আর চাঁদিনীর চন্দ্রাতপ-তলে দুইটি বিরহ-কাতর হিয়ার হ'ল........"অভিসার"।

প্রথম প্রেমের স্মৃতি তখন সুরে সুরে দিগন্ত ছেয়ে দিয়েছে—

"আমি যবে রহিব দূরে"

সঙ্গীত

আবহ-সঙ্গীত— (১)

জনম-দুখিনী বাংলার বধূ
সে কি গো তোমার মিতা
অতীত যুগের সীতা।
যুগাতীত কালে পারনি সহিতে
একা যে বেদনা ভার
এক সীতা আজ শত সীতা হয়ে
সহিছ কি অনিবার?
দুটি আঁখি মাঝে, ধরেনি যে বারি
শত আঁখি মাঝে এ কি ধারা তারি?
প্রতি গৃহে আর শুনিতে যে নারি
তোমার দুখের গীতা,
আমার দুখিনী সীতা।

শ্রীপর্ণা— (২)

আমি যবে রহিব দূরে
মোর স্মৃতির সমাধি দিও হৃদয়পুরে।
স্মরণ-বীণার যদি তারে তারে
সহসা আমার সুর কভু ঝঙ্কারে
বেদনার সুর মম, ছেয়ে দিও নিরূপম
তোমার সুরে।
এমন নিশীথে যদি কভু পড়ে মনে
তুমি আমি ছিনু একা চাঁদ গগনে
প্রেমের শিখায় প্রিয়
প্রাণ দীপ জ্বেলে দিও
মোর সমাধি পরে॥

শ্রীপর্ণা— (৩)

কথা নয় কথা নয়
হিয়ায় হিয়ায় শুধু হৃদয়ের বিনিময়
নিঝুম! নিঝুম!
চুপ, আজি চুপ,
হৃদয়ে জ্বলিছে
প্রেমের ধূপ—
সুরভিতে করি স্নান ওগো অপরূপ
দুটি হিয়া এক হয়ে যায়—
কথা নয় কথা নয় আজি কোনও কথা নয়

শ্রীপর্ণা ও শ্রীমতী— (৪)

মোর আশার মুকুল ব্যথায় ঝরিয়া
সুরভিতে লভে প্রাণ।
স্মৃতির মাঝারে বেঁচে থাকা যেন
মরণে জীবন দান।
বিদায়ের ক্ষণে আবাহন পালা
মরণের কূলে বরণের ডালা
যাবার লগণে এ যেন জীবনে
ফিরিয়া আসার গান।
মুকুল গন্ধে রহে কি বেদনা
যে ঝরালো ফুল নাহি তারে জানা
শাখা পানে হায়, সে তো নাহি চায়
বোঝেনা কাহার এ দান,
সুরভিতে লভে প্রাণ।

শ্রীপর্ণা— (৫)

যে গান গেছে হারিয়ে কবে
মিছেই খোঁজা তারে
যে সুর গেছে ফুরিয়ে, সাড়া
জাগাও বারে বারে।
সে দিন যে ফুল পথের 'পরে
হেলায় গেছে ধুলায় ঝরে,
এ কোন্ মায়া সে ফুল লাগি
দিনের খেয়া পারে।
শাখায় কভু ফিরবে সে কী
আঁখির শত ধারে।

গণৎকার (৬)

অতীত যুগের সীতা
প্রতি সন্ধ্যায় তোমারে হেরি যে
তুলসীর বেদী মুলে,
তোমারে নমিতে আমার সীতার
আঁখি ভরে আঁখি জলে।
হাসি দিয়ে শত বেদনা লুকায়
কাঁটা বহি বুকে কমল ফুটায়
আপনি জ্বলিয়া সুরভি বিলায়
সে যেন ধুপের চিতা
আমার দুখিনী সীতা।

উৎসব গীত— (৭)

যত ব্যথা মুছে দাও গানে গানে
যত হাসি ভরে নাও প্রাণে প্রাণে।
আজি কোনও কথা নয়
আজি শুধু উৎসব
'নীরবে'র সমাধিতে
মুখরিত কলরব,
ভেসে যাক আজিকার কলতানে
স্মৃতি যাহা কয়ে যায় কানে কানে।

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক এই প্রোগ্রাম পুস্তিকাখানি সম্পাদিত।

দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।